

শিবিরাত্রি ব্রতের মাহাত্ম্য

শিবিরাত্রি ব্রতের মাহাত্ম্য কথা:-

তখন কলৌশ পর্বতের শখির ছিল সর্ববরতনে অলংকৃত। ছিল ছায়াসুনবড়ি ফুলে-ফলে শোভতি বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম ঢাকা। পারজিতসহ অন্যান্য পুষ্পেরে সুগন্ধে চারদিকি থাকত আমোদতি। এখানে সেখানে দল বঁধে নৃত্য করে বড়োত অপ্সরারা। ধ্বনতি হত আকাশ গঙ্গার তরঙ্গ-ননিাদ। ব্রহ্মার্ষদিরে কন্ঠ থেকে যতে বদেধ্বনি।

এই কলৌশশখিরে শবি-পার্বতি বাস করতেন। গন্ধর্ব, সন্ধি, চারণ প্রভৃতি তাঁদেরে সর্বো করত। পরম সুখে ছিলেন শবি-পার্বতী। একদা পার্বতী শবিকে প্রশ্ন করলেন, – ভগবান, আপনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-দাতা। আপনি কোন ব্রত বা তপস্যায় সন্তুষ্ট হন?

দেবী পার্বতীর কথা শুনে শবি বললেন,

-দেবী, ফালগুন মাসেরে কৃষ্ণপক্ষেরে চতুর্দশী তথীরে রাত্রিকি শিবিরাত্রি বলা হয়। এ রাত্রিতে উপবাস করলে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই। স্নান, বস্ত্র, ধূপ, পুষ্প ও অর্চনায় আমি যতটুকু সন্তুষ্ট হই তার চেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হই শিবিরাত্রি উপবাসে।

শবি বলে যতেনে লাগলেন,

– ব্রতপালনকারী ত্রয়োদশীতে স্নান করে সংযম পালন করবে। স্বপক্ব নরীমষি বা হবিষ্যান্ন ভোজন করবে। স্থণ্ডলি (ভূমি বা বালু বহিনো যজ্ঞবদৌ) অথবা কুশ বহ্নিয়ে শয়ন করে আমার (অর্থাৎ শবিরে) নাম স্মরণ করতে থাকবে। রাত্রি শেষে হলে শয্যা ত্যাগ করে প্রাতঃ ক্রিয়াদি করবে অন্যান্য আবশ্যিক কার্যাদী করবে।

সন্ধ্যায় যথাবধি পূজাদি করে বলিবপত্র সংগ্রহ করবে। তারপর নতিষ্ক্রিয়াদি করবে। অতঃপর স্থণ্ডলি (যজ্ঞবদৌতে), সরোবরে, প্রতীকে বা প্রতমিয়ায় বলিবপত্র দিয়ে আমার পূজা করবে। একটি বলিবপত্র দ্বারা পূজা করলে আমার যেনে প্রীতী জন্মে, সকল প্রকার পুষ্প একত্র করে কংবা মণি, মুক্তা, প্রবাল বা স্বর্ণনির্মিত পুষ্প দিয়ে আমার পূজা করলেও, আমার তার সমান প্রীতি জন্মে না।

– প্রহরে প্রহরে বিশেষভাবে স্নান করিয়ে আমার পূজা করবে। পুষ্প, গন্ধ, ধূপাদি দ্বার যথোচিত অর্চনা করবে। প্রথম প্রহরে দুগ্ধ, দ্বিতীয় প্রহরে দধি, তৃতীয় প্রহরে ঘৃত এবং চতুর্থ প্রহরে মধু দিয়ে আমাকে স্নান করাবে এবং পূজা করবে। এছাড়া যথাশক্তি নৃত্যগীতাদি দ্বারা আমার প্রীতি সম্পাদন করবে। পরেরে দিনি ভক্ত আমার পূজা যথানিয়মে পালন করবে।

হে দেবী, এই হল আমার প্রীতিকর ব্রত। এ ব্রত করলে অপস্যা ও যজ্ঞেরে পুণ্য লাভ হয় এবং ষোল কলায় দক্ষতা জন্মে। এ ব্রতেরে প্রভাবে সর্দিধি লাভ হয়। অভিলীষী ব্যক্তি সপ্তদীপা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়।

শবি পার্বতীকে আরও বলেন,

– এবার শবিচতুর্দশী তথিরি মাহাত্ম বলছি, শোন। – একদা সর্বগুণযুক্ত বারণসী পুরীতে ভয়ঙ্কর এক ব্যাধ বাস করত। বঁটে-খাট ছিল তার চহোরা, আর তার গায়েরে রং ছিল কালো। চোখ আর চুলেরে রং ছিল কটা। নষ্টিুর ছিল তার আচরণ। ফাঁদ জাল, দড়িরি ফাঁস এবং প্রাণী হত্যার নানা রকম হাতয়িয়ারে পরপূর্ণ ছিল তার বাড়ি।

একদিন সে বনে গিয়ে অনেকে পশু হত্যা করল। তারপর নহিতি পশুদেরে মাংসভার নিয়ে

নজিরে বাড়রি দকিরে রওনা হল। পথে শ্রান্ত হয়ে সবে বনের মধ্যে বশিরামের জন্য একটি বৃক্ষমূলে শয়ন করলে এবং একটু পরেই নদ্রিতি হল।

সূর্য অস্ত গলে। এল ভয়ঙ্কর রাত্রী। ব্যাধ জগে উঠল। ঘোর অন্ধকারে কোন কছুই কার দৃষ্টিগোচর হল না। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সবে একটি শ্রীফলবৃক্ষ অর্থাৎ বলিবৃক্ষ পলে। সেই বলিবৃক্ষে সবে লতা দিয়ে তার মাংসভার বঁধে রাখল। বৃক্ষতলে হৃৎসর জন্তুর ভয় আছে। এই ভবে সবে নজিও ঐ বলিবৃক্ষে উঠে পড়ল। শীতে ও ক্షুধায় তার শরীর কাপতে লাগল। এভাবে সবে শশিরি ভজি হয়েই জগে কাটাল সারা রাত।

দবৈবশত সেই বলিবৃক্ষমূলে ছলি আমার (অর্থাৎ শবিরে) একটি প্রতীক। তথিটি ছিল শবিচতুর্দশী। আর ব্যাধও সেই রাত্রি কাটয়িছেলি উপবাসে। তার শরীর থেকে আমার প্রতীকরে ওপর হমি বা শশিরি ঝরে পড়ছেলি। তার শরীরের ঝাকুনতিে বলিবপত্র পড়ছেলি আমার প্রতীকরে ওপর। এভাবে উপবাসে বলিবপত্র প্রদানে এবং শশিরিস্নানে নজিরে অজান্তেই ব্যাধ শবিরাত্রিব্রত করে ফলেল।

দবৌ, তথিমাহাত্মে কবেল বলিবপত্রে আমার যে প্রীতি হয়ছেলি, স্নান, পূজা বা নবৈদ্যদি দিয়েও সবে প্রীতি সম্পাদান সম্ভব নয়। তথিমাহাত্মে ব্যাধ মহাপুণ্যে লাভ করছেলি।

পরদিন উজ্জল প্রভাতে ব্যাধ নজিরে বাড়তিে চলে গলে।

কালক্রমে ব্যাধরে আয়ু শেষ হল। যমদূত তার আত্মাকে নতিে এসে তাকে যথারীতি যমপাশে বঁধে ফলেতে উদ্যত হল। অন্যদকিে আমার প্রেরতি দূত ব্যধকে শবিলোকে নিয়ে এল। আর আমার দূতরে দ্বারা আহত হয়ে যমদূত যমরাজকে নিয়ে আমার সমুজ্জল পুরদ্বারে উপস্থতি হল। দ্বারে শবিরে অনুচর নন্দীকে দেখে যম তাকে সব ঘটনা বললে।

— এই ব্যাধ সারা জীবন ধরে কুকর্ম করছে। জানালেন যম।

তার কথা শুনলে নন্দী বললে,

— ধর্মরাজ, এতে কোন সন্দেহই নহে যে ঐ ব্যাধ দুরাত্ম। সবে সারা জীবন অবশ্যই পাপ করছে। কিন্তু শবিরাত্রিব্রতরে মাহাত্মে সবে পাপমুক্ত হয়েই এবং সর্বশ্বেবর শবিরে কৃপা লাভ করে শবিলোকে এসছে।

নন্দীর কথা শুনলে বিস্মতি হলেন ধর্মরাজ। তিনি শবিরে মাহাত্মের কথা ভাবতে ভাবতে যমপুরীতে চলে গলে।

শবি পার্বতীকে আরও বললে,

— এই হল শবিরাত্রিব্রতরে মাহাত্ম।

শবিরে কথা শুনলে শবিজায়া হমিয় কন্যা পার্বতী বিস্মতি হলেন। তথি শবিরাত্রিব্রতরে মাহাত্ম্য নকিটজনরে কাছে বর্ণনা করলে। তাঁরা আবার তা ভক্তিভরে জানালেন পৃথিবীর বিভিন্ন রাজাকে এ ভাবে শবিরাত্রিব্রত পৃথিবীতে প্রচলতি হল। হর হর মহাদেব।